- কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি হ্রাসে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যকে না বলুন।
- ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
- ধূমপান ত্যাগ করুন, সুস্থ থাকুন এবং সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখুন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

unicef | for every child

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
www.lgd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের

তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বাস্তবায়ন নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
www.lgd.gov.bd

সম্পাদনা পরিষদ:
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান
উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকাশকাল:
জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়:
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সহযোগিতায়:
পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ), বাংলাদেশ

ডিজাইন ও মুদ্রণ:
এ্যাডফেয়ার ডিজাইন এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এবি, বায়তুল খায়ের (৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা
ফোন: ৯৫৫৩১৬৩, ৭১১৭৮৯৭
www.adfairbd.com

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে জনস্বাস্থ্য ও সামগ্রিকভাবে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন পাবলিক প্লেস এবং গণপরিবহনে ধূমপানের ফলে ধূমপান না করেও পরোক্ষভাবে বিপুল জনগোষ্ঠী ক্ষতির শিকার হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে প্রতিবছর প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ তামাকের ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এদেশে প্রতিবছর তামাক ব্যবহারজনিত রোগে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ মারা যায়। জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান আইন ও নীতির কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

ধূমপান ও তামাকের ব্যবহার হ্রাসকল্পে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে এটি সংশোধন করা হয়েছে। গত ২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন" শীর্ষক "South Asian Speaker's Summit" এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জন, ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (FCTC) বাস্তবায়ন এবং তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

তামাক বিপণন এবং ব্যবহারের কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকায় তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, আইনের প্রয়োগ, পাবলিক প্লেস ধূমপানমুক্তকরণ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চিহ্নিত করে সেগুলো বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আমি আশা করি নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তরিকভাবে কাজ করবে এবং এর ফলে বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার কাঙ্খিত পর্যায়ে নেমে আসবে। নির্দেশিকাটি প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

STOP

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ফলে প্রতিরোধযোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ঘটে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীতে যত মানুষ তামাক ব্যবহার করে তার অন্তত অর্ধেক জনগণ তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশ এ চুক্তিকে অনুসমর্থন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভবপর হলে ধূমপানজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং চিকিৎসা খাতের বিশাল ব্যয় হ্রাস পাবে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে এদেশের জনগণকে রক্ষার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, মিডিয়া, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি'র সমন্বিত কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো। নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োগযোগ্য হবে।

নির্দেশিকাটি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

(হেলালুদ্দীন আহমদ)
সিনিয়র সচিব

QUIT SMOKING !

it weakens you. it ruins you.

মুহম্মদ ইব্রাহিম
অতিরিক্ত সচিব
পানি সরবরাহ অনুবিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয় এবং বিপণন নিয়ন্ত্রণে কোন সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো না থাকার কারণে জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানসমূহে (Public Place) তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের ব্যবহার্য স্থানসমূহে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা এবং কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য এই নির্দেশিকাটি প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করা হলে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত জনগণের ব্যবহার্য স্থান এবং গণপরিবহনে তামাকজাত দ্রব্যের বিপণন এবং ব্যবহার হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট প্রদান করেছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজটি নিয়মিত মনিটর করেছেন। নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করার আগে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন এনজিওসহ সুশীল সমাজের সাথে বেশ ক'টি মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব বেগম রোকসানা কাদের-এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এ নির্দেশিকা প্রণয়নে। এছাড়া ঢাকা আহসানিয়া মিশন বিভিন্ন লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করে নির্দেশিকা প্রণয়নে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে। এ সুযোগে নির্দেশিকা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই নির্দেশিকাটির প্রকাশনায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ সহায়তা প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সকল সহকর্মীর সহযোগিতায় নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে।

৩। বর্তমান 'কোভিড-১৯' পরিস্থিতিতে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য সেবনের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" শীর্ষক এই নির্দেশিকাটি বাংলাদেশে ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস এবং নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশায় শেষ করছি এবং সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

মুহম্মদ ইব্রাহিম
অতিরিক্ত সচিব

STOP SMOKING

সূচিপত্র

ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট	১১
শিরোনাম ও প্রবর্তন	১২
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা	১২
নির্দেশিকার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র	১৫
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র	১৫
নির্দেশনা বাস্তবায়ন কৌশল	১৭
ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা	১৯
যে সকল কারণে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে	২০
সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন	২০
পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ	২১
আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/জনপ্রতিনিধি	২১
আইনের প্রয়োগ	২২
বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন	২২
হেল্পলাইন স্থাপন	২২
ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা	২৩
বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নির্দেশিকা সংশোধন	২৩
তথ্যসূত্র	২৪

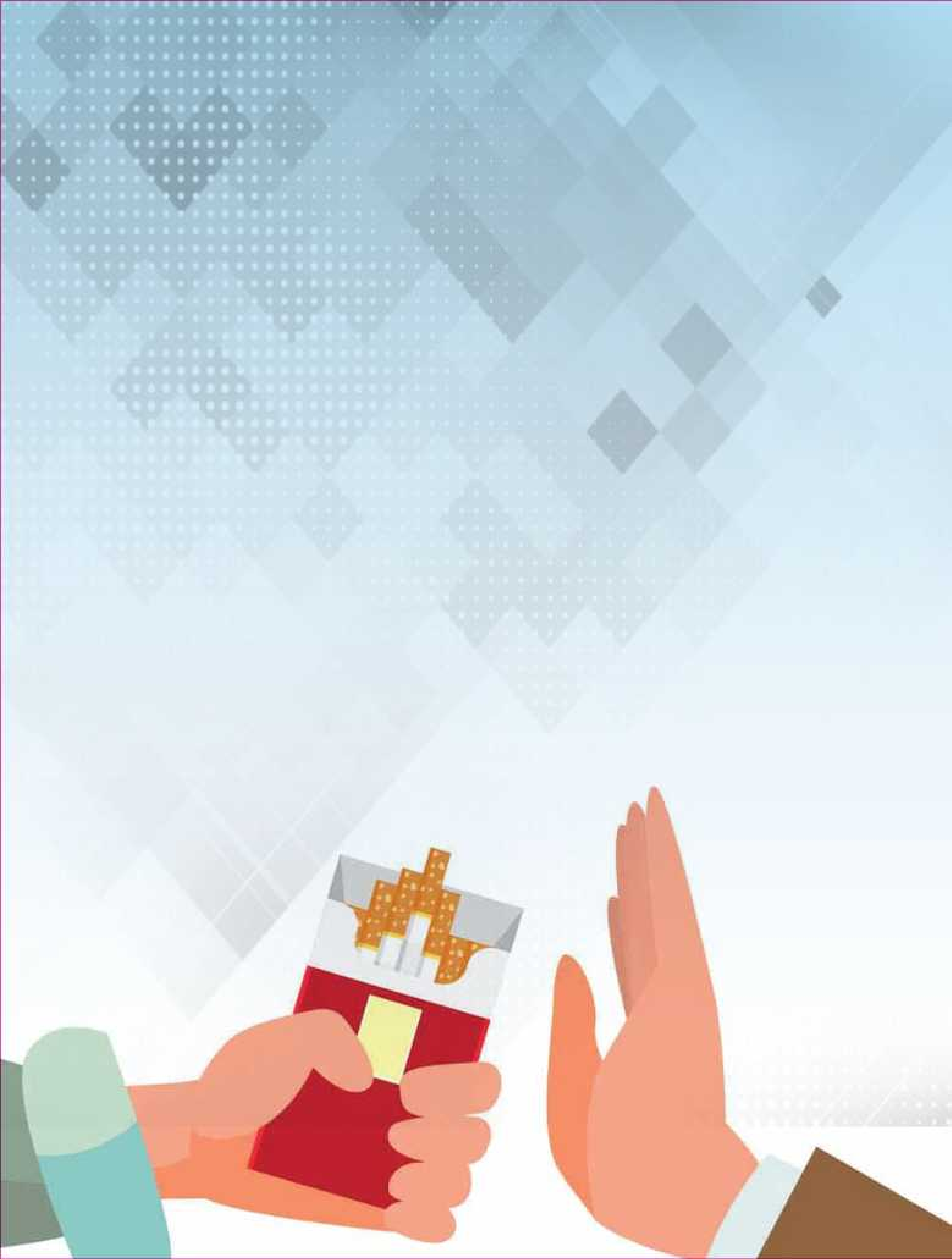

১. ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট:

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিপুল জনসংখ্যা, দারিদ্র এবং শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে ২০১৭ অনুসারে এদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে ৩৫.৩% প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তামাকজাত দ্রব্য (ধূমপান ও ধোঁয়াবিহীন) ব্যবহার করে যার মধ্যে ৪৬% পুরুষ এবং ২৫.২% মহিলা। বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান না করেও পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছে বহু মানুষ–এ হার কর্মক্ষেত্রে ৪২.৭%, রেস্তোরাঁয় ৪৯.৭%, সরকারি কার্যালয়ে ২১.৬%, হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ১২.৭% এবং পাবলিক পরিবহনে ৪৪%।

সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে ফ্রেম ওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ এ চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং ২০০৪ সালে এ চুক্তিকে অনুসমর্থন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার এফসিটিসি'র আলোকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং ২০১৫ সালে এ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করে। আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ এবং সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্যের সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা নিষিদ্ধ। তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/মোড়ক/ কার্টন/কৌটার উপরের অংশে ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক এবং ১৮ বছর বা এর নিচে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর কাছে বা শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিষিদ্ধ।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় ও বিপণন নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এমনকি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্তদের নির্ধারিত কোন ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের ব্যবস্থা নেই। এ কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকা, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, রেস্টুরেন্টসহ বিভিন্ন স্থানে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। সহজলভ্যতা ও সহজপ্রাপ্যতার কারণে বাড়ছে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা।

২০১৬ সালের ৩০-৩১ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক "South Asian Speakers' Summit"-এর সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। অধিকন্তু, দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG)-এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য-৩ এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসি-তে তামাকজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে গতিশীল করার স্বার্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি সুপরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা বা নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। এ লক্ষ্যেই স্থানীয় সরকার বিভাগ এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে

এবং এর আলোকে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস করে জনসাধারণকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর পরবর্তী যে কোন সংশোধনী এ নির্দেশিকায় সংযুক্ত হবে এবং সে অনুসারে পদক্ষেপ গৃহীত হবে।

২. শিরোনাম ও প্রবর্তন:

এ নির্দেশিকাটি "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" নামে অভিহিত হবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে কার্যকর হবে। নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগযোগ্য হবে।

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিভিন্ন সংজ্ঞা:

৩.১ এ নির্দেশিকায় আইন বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) কে বুঝাবে।

৩.২ সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়–

৩.২.১ 'তামাক' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২ এর উপধারা (খ)- এ সংজ্ঞায়িত তামাক।

৩.২.২ বিধি অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫।

৩.২.৩ 'তামাকজাত দ্রব্য' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (গ) উপধারার সংজ্ঞায়িত তামাকজাত দ্রব্য।

৩.২.৪ 'ধূমপান এলাকা' অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-২ (ঙ) এবং বিধি ৪ ও ৬ এ বর্ণিত ধূমপান এলাকা।

৩.২.৫ 'পাবলিক প্লেস' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (চ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক প্লেস।

৩.২.৬ 'পাবলিক পরিবহন' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ছ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত পাবলিক পরিবহন।

৩.২.৭ 'ব্যক্তি' অর্থ উক্ত আইনের ২ ধারার (ঝ) উপধারায় সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি।

৩.২.৮ 'ক্রীড়াস্থল' অর্থ খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থানকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪ (ঝ)]

৩.২.৯ 'স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান' অর্থ সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন ইত্যাদিকে বুঝাবে; [ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৪(গ)]। এছাড়া সকল মেডিকেল কলেজ, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক, ব্লাড ব্যাংক ও ডায়াগনস্টিক ক্লিনিকসমূহ এর আওতায় আসবে। [তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা-এর ২(ঙ)]

৩.২.১০ 'হসপিটালিটি সেক্টর' বলতে বোঝাবে রেস্তোরাঁ, যে কোন ধরনের খাবারের দোকান ও উন্মুক্ত খাবারের দোকান, হোটেল, মোটেল, গেস্ট হাউজ, রিসোর্ট, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্র সৈকত (Sea beach), বার, পর্যটন কেন্দ্র, পিকনিক স্পট, থিম পার্ক, কমিউনিটি সেন্টার, পার্টি সেন্টার, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, প্রমোদতরীসহ এ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত সকল প্রকার যান্ত্রিক যানবাহন এবং সরকার/ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান/ প্রতিষ্ঠান/ পরিবহন। [হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র এর ২ (চ)]

৩.২.১১ 'স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান/পাবলিক প্লেস' বলতে বোঝাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার সকল ধরনের সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, গ্রন্থাগার, লিফট, সকল আচ্ছাদিত কর্মক্ষেত্র (Indoor work place), স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান, আদালত, বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, নৌ/নদীবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, মার্কেট, সুপার শপ/দোকান, হসপিটালিটি সেক্টরের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠান, পাবলিক টয়লেট, পার্ক/ শিশুপার্ক, মেলা, জনসাধারণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে ব্যবহার্য অন্য কোন স্থান অথবা সরকার বা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, সময়ে সময়ে ঘোষিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান।

৩.২.১২ "টাস্কফোর্স কমিটি" বলতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালের সংশোধনীসহ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স কমিটিকে বুঝাবে।

৩.২.১৩ "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" বলতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত বিধিমালার ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে।

৪. নির্দেশিকার যৌক্তিকতা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

৪.১ যৌক্তিকতা: জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দায়িত্ব। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি এবং তামাকমুক্ত পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে একটি সমন্বিত উদ্যোগের অংশ হিসেবে এ নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/ কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভুক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষায় এ নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং এর ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে।

৪.২ লক্ষ্য: তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ নির্দেশিকার মূল লক্ষ্য।

৪.৩ এ নির্দেশিকার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

২. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত রাখা;

৩. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানমুক্ত সতর্কতামূলক নোটিশ নিশ্চিত করা;

৪. তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা সংক্রান্ত ধারা ও বিধির পূর্ণ বাস্তবায়ন;

৫. অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (১৮ বছরের নিচে) নিকট এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়/বিক্রয় বন্ধ করা;

৬. সকল তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট/ মোড়ক/ কৌটা/ কার্টন ইত্যাদির উপরের ৫০% স্থান জুড়ে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিশ্চিত করা;

৭. সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকার পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধূমপায়ীদের (বিশেষ করে নারী ও শিশুদের) তামাক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করা;

৮. পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের সংখ্যা/ আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস এবং ধূমপান ত্যাগে উৎসাহী করা;

৯. তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/ কোম্পানি ও বিক্রেতাকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে তামাক কোম্পানি ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা;

১০. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;

১১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চিত করা।

৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

৫.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

৫.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট এর নেতৃত্বে একটি মনিটরিং টিম গঠন।

৫.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক, স্থানীয় সরকার এবং জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-কে মনিটরিং এর দায়িত্ব প্রদান।

৫.৫ ট্রেড লাইসেন্সের বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা।

৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অর্পিত দায়িত্ব ও অধিক্ষেত্র:

৬.১ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা:

৬.১.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ধারা ৪১ এবং তৃতীয় তফসিল অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। একইভাবে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ধারা ৫০-৫১ এবং দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ৯ অনুসারে জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। সুতরাং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষা করা সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব।

৬.১.২ এছাড়া, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯-এর তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ১১.১ (খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি) অনুসারে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স ব্যতীত কোন খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের উপর এবং ভ্রাম্যমান বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষমতা রয়েছে এবং পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ এর ৬ এ পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবিকা-বৃত্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর কর আরোপ বিষয়ক প্রদত্ত টেবিলের ক্রমিক নং ১১ এর ৮-এ সিগারেটের দোকানগুলোতে লাইসেন্স প্রদান করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা

হয়েছে। সুতরাং তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা বন্ধ এবং পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/কোম্পানি ও বিক্রেতাকে লাইসেন্সের আওতাভুক্ত করে যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের শিশু, কিশোর ও তরুণ সমাজকে রক্ষা করা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব।

৬.১.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন সকল এলাকায় নির্দেশিকার বর্ণিত বিষয়াবলি প্রযোজ্য হবে।

৬.১.৪ টাস্কফোর্স এর সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ।

৬.২ জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ:

৬.২.১ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব।

৬.২.২ এছাড়া নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম। তামাক ব্যবহার বা ধূমপান নারী ও শিশুর বিকাশ ব্যাহত করে। সুতরাং তামাক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ রক্ষা এবং নারী ও শিশুর বিকাশ নিশ্চিত করা জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলির আওতাধীন।

৬.২.৩ টাস্কফোর্স এর সদস্য হিসেবে আইন কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ।

৬.৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর আওতাধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান:

৬.৩.১ স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, মশক নিবারণী দপ্তর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র/অফিস ও এ সকল অফিসের আওতাধীন সকল অফিস/দপ্তর ধূমপানমুক্ত রাখা এবং ধূমপানবিরোধী সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।

৬.৩.২ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) এর প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬.৩.৩ রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কর্তৃক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফরমে/সনদপত্রে তামাক ও ধূমপান বিরোধী বার্তা সংযোজন করা।

৭. নির্দেশনা বাস্তবায়ন কৌশল

৭.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশল:

৭.১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে এ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সময় সময় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.১.২ নির্দেশিকায় প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭.১.৩ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্টের অধীন মনিটরিং টিম গঠন ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা।

মনিটরিং টিম

১। ফোকাল পয়েন্ট ও আহবায়ক, অতিরিক্ত সচিব (পানি সরবরাহ অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব, ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা, সদস্য
৩। যুগ্মসচিব, পানি সরবরাহ অধিশাখা, সদস্য
৪। যুগ্মসচিব, মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা, সদস্য
৫। যুগ্মসচিব, প্রশাসন অধিশাখা, সদস্য
৬। যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, সদস্য
৭। যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা, সদস্য
৮। যুগ্মসচিব, নগর উন্নয়ন-২ অধিশাখা, সদস্য
৯। যুগ্মসচিব, পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা, সদস্য
১০। যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সদস্য
১১। সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সদস্য
১২। উপসচিব (পাস-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, সদস্য সচিব

৭.২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীতব্য কৌশল:

৭.২.১ এ নির্দেশিকার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।

৭.২.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীন সকল দপ্তর/প্রতিষ্ঠান/শাখা/বিভাগের সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান

করা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময় সময় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন এলাকায় সকল পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে এবং সকল নাগরিককে নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নে সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

৭.২.৪ নির্দেশিকাটি সকল নাগরিকের কাছে সহজলভ্য করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব ওয়েব সাইটে প্রদর্শন এবং নির্ধারিত মূল্যে (স্বল্পমূল্য) বিতরণ করা।

৭.২.৫ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা; পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/মেডিকেল অফিসার; ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সচিব; জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সচিব; উপজেলা পরিষদের ক্ষেত্রে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান) নিয়োগ ও ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ করা এবং পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট বরাবর দাখিল করা।

৭.২.৬ পরিষদ/কর্পোরেশনের মাসিক সভার আলোচ্যসূচিতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.২.৭ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং এ সংক্রান্ত অগ্রগতির ত্রৈমাসিক/ বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করা।

৭.২.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে "তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নির্দেশিকা" অন্তর্ভুক্ত করা এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৭.২.৯ তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী/ কোম্পানি ও বিক্রেতাকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় এনে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে নিয়ন্ত্রণ আনা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানি ও বিক্রেতাদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৭.২.১০ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরমে/ কাগজপত্রে/ দলিলে তামাকবিরোধী বার্তা প্রদান করা।

৭.২.১১ ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স বইয়ে লাইসেন্স

গ্রহণকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তামাকমুক্ত রাখার শর্তারোপ করা।

৭.২.১২ সিটিজেন চার্টারে ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক তথ্য লিপিবদ্ধ করা।

৭.২.১৩ তামাক কোম্পানির সকল প্রকার বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার ও প্রদান বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন তামাকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন মাধ্যম যেমন–স্থানীয় কেবল অপারেটর, টেলিভিশন চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা, সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে তামাক ও ধূমপানবিরোধী এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে তথ্য প্রচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭.২.১৫ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে গঠিত টাস্কফোর্স এর সভায় অংশগ্রহণ ও সভায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

৮. ট্রেড লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা:

৮.১ তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্র বা যেখানে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হবে তার জন্য আবশ্যিকভাবে পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা এবং প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে আবেদনের মাধ্যমে উক্ত ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করা।

৮.২ ট্রেড লাইসেন্স গ্রহীতাদের অবশ্যই 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩)' এ বর্ণিত সকল বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।

৮.৩ একটি ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান একটি জায়গায় ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। একাধিক জায়গার/দোকানের জন্য পৃথক ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, খাবারের দোকান, মুদি দোকান ও রেস্তোরাঁতে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৪ হোল্ডিং নম্বর ব্যতীত কোন প্রকার তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রকে লাইসেন্স প্রদান না করা।

৮.৫ সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন ট্রেড লাইসেন্স প্রদান না করা। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে আওতা বৃদ্ধি করতে পারবে।

৮.৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ব্যতীত অন্যান্য স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ও চাহিদা বিবেচনা করে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্রের ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৮.৭ পূর্বে যারা ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও ৮.১ ও ৮.২ নির্দেশনা দু'টি প্রযোজ্য হবে।

৮.৮ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত ট্রেড লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয় হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ট্রেড লাইসেন্সটির একটি কপি বিক্রয় কেন্দ্রে অবশ্যই দৃশ্যমান অবস্থায় রাখতে হবে।

৮.৯ বাংলাদেশে প্রস্তুত নয় বা বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদন নেই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্য (বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, জর্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি, নস্যি, ইলেকট্রনিক সিগারেট, তরল নিকোটিন, হিটেড সিগারেট, ভেন্ডিং মেশিন) এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে না।

৮.১০ তামাকজাত দ্রব্য প্রস্তুত হয় এমন চুল্লি বা কারখানাকেও ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে এবং সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আশেপাশে ১০০ মিটারের মধ্যে কোন প্রকার চুল্লি বা কারখানাকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না।

৯. যে সকল কারণে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা হবে:

৯.১ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এর অধীনে প্রদত্ত বিধি বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা উক্ত আইন লঙ্ঘন করলে;

৯.২ এ নির্দেশিকার বিধান পালনে ব্যর্থ হলে বা লঙ্ঘন করলে বা বাস্তবায়নে অসহযোগিতা প্রদর্শন করলে।

১০. সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন:

প্রতিটি পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করতে হবে এবং এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

১০.১ ধূমপানমুক্ত এলাকায় ''ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ'' মর্মে লিখিত সতর্কবাণী আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ দৃষ্টিযোগ্য একাধিক স্থানে বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০.২ সতর্কতামূলক নোটিশ সাদা জমিনে লাল অক্ষরে বা লাল জমিনে সাদা অক্ষরে লিখতে হবে।

১০.৩ যদি কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে একাধিক প্রবেশপথ থাকে তবে একাধিক প্রবেশপথের দৃষ্টিগোচর স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রর্দশন করতে হবে।

১০.৪ পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হবে ৪০ সে. মি. x ২০ সে. মি.। পাবলিক পরিবহনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এমন আকারে ও স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ স্থাপন করতে হবে।

১১. পরিদর্শন/মনিটরিং ও অভিযোগ:

যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মনিটরিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ উদ্দেশ্যে ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ স্ব-উদ্যোগে বা অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১১.১. স্ব-উদ্যোগে পরিদর্শন

ফোকাল পয়েন্ট/কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহন পরিদর্শন করবেন। এ পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য হলো সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্লেস, পাবলিক পরিবহন ধূমপানমুক্ত করা, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন/প্রচার-প্রচারণা বন্ধ ও সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদর্শন নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান। প্রয়োজনে একটি সাধারণ ও নির্দিষ্ট ফরমেট অনুযায়ী তথ্য/পরামর্শ প্রদান করবেন।

১১.২ অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন

১১.২.১ ধূমপানমুক্ত রাখা সংক্রান্ত নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে এ রকম অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করা। অভিযোগ লিখিত, মৌখিক, ইমেইল, ফ্যাক্স বা অন্য কোন উপায়ে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্টের নজরে আনা।

১১.২.২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার (৭ থেকে ১০ দিন) মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরিদর্শনপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. আইন ও নির্দেশিকা বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/ জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব

১২.১ আইনের বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত জনসম্পদ অর্থাৎ জনবলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এ নির্দেশিকার ৭.২.৫ নম্বর নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে বা দায়িত্ব প্রদান করবেন যিনি নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন।

১২.২ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত ২০১৩) এবং এ নির্দেশিকার বিষয়াদি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩. আইনের প্রয়োগ:

১৩.১. লিখিত ও মৌখিক সতর্কতা প্রদান:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ ফোকাল পয়েন্ট/ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন-

১৩.১.১ মৌখিক সতর্কতা: ধূমপানমুক্ত এলাকায় কাউকে ধূমপান থেকে বিরত রাখতে না পারলে, সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন না করলে, তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা করলে, সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতীত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করলে, শিশুদের দিয়ে তামাকজাত দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করালে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত মালিক/ তত্ত্বাবধায়ক/ ব্যবস্থাপক/ কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা।

১৩.১.২ লিখিত সতর্কতা: প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সতর্কতামূলক নোটিশ দেয়া যেতে পারে।

১৩.১.৩ নির্দেশিকা অনুযায়ী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

১৩.২. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্ট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর মাধ্যমে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নিয়মিত পরিচালিত মোবাইল কোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে আইন লঙ্ঘনের অপরাধ আমলে নিয়ে আইন মোতাবেক শাস্তি প্রদান এবং আইন প্রতিপালনে সহায়তা প্রদান করবে।

১৩.৩. নিয়মিত মামলা দায়ের:

আইনের লঙ্ঘন হলে আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক মামলা দায়ের করা।

১৪. বাজেট বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন:

প্রত্যেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রতি অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক/ বাৎসরিক প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্ট ও মনিটরিং টিমের নিকট দাখিল করবে।

১৫. হেল্পলাইন স্থাপন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বা নির্দেশিকার নির্দেশনা ভঙ্গের

অভিযোগ গ্রহণ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করার জন্য হেল্পলাইন স্থাপন করতে পারে।

১৬. ধূমপান ত্যাগে সহযোগিতা

যে সকল ব্যক্তি ধূমপান বা তামাক বর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বা স্থাপিত হেল্প লাইনের মাধ্যমে যথাযথ পরামর্শ ও ধূমপান বা তামাক ছাড়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। পাশাপাশি প্রতিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে ধূমপান ত্যাগে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

১৭. বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও নির্দেশিকা সংশোধন

১৭.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্দেশিকা বাস্তবায়ন করবে। আইন প্রয়োগ মূলত একটি বার্ষিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে যা পর্যালোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিজ্ঞ আইন কর্মকর্তার পরামর্শ/সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

১৭.২ এ নির্দেশিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থা, কর্মক্ষেত্র, পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের মালিক বা ব্যবস্থাপক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তায় এবং তারা তাদের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করবে। তাদের দায়িত্ব হলো:

- নির্দেশিকা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদান;
- ধূমপানমুক্ত স্থান থেকে ছাইদানী অপসারণ করা;
- আইন বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;
- কোন ব্যক্তিকে ধূমপানমুক্ত স্থানে ধূমপান না করতে উৎসাহিত করা।

১৭.৩ নির্দেশিকার সফলতা মূলত পরিমাপ করা যাবে কি পরিমাণ স্থান ধূমপানমুক্ত আছে তার উপর। এ লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পাবলিক প্লেস এর তালিকা প্রস্তুত করবে এবং সেগুলো এ নির্দেশিকা অনুযায়ী ধূমপানমুক্ত করবে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এ সংক্রান্ত জরিপ কাজ পরিচালনা করবে। বিষয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নির্দেশিকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৭.৪ ভবিষ্যতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন সংশোধনের আলোকে প্রয়োজনে নির্দেশিকাটিও সংশোধিত হবে।

নির্দেশিকাটি কার্যকর হওয়ার ২ বছর পর পুনরায় রিভিউ করা যেতে পারে এবং যদি নির্দেশিকা থেকে যথার্থ ও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া না যায় তবে সেক্ষেত্রেও নির্দেশিকাটি রিভিউ করা যেতে পারে।

১৭.৫ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারজনিত কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভিযোগ দায়ের এবং প্রতিকার প্রাপ্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ কাজে একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করে তার নাম ও ফোন নম্বর দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধনী ২০১৩)।

২. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫।

৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সম্পাদিত গ্লোবাল এডাল্ট টোবাকো সার্ভে (গ্যাটস) প্রতিবেদন ২০১৭।

৪. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯।

৫. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯।

৬. হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) কৌশলপত্র-২০১৮।

৭. তামাকমুক্ত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

৮. ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা ঢাকা দক্ষিণ ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

৯. ধূমপানমুক্তকরণ বিষয়ক নির্দেশিকা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।